The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 10, No. 19, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাঙালি শিশুর ভাষা-অর্জনের সূচনা-পর্ব ও ভাষিক প্রতিবেশ

মিথুন ব্যানার্জী*

Abstract*:* The present study mainly focuses on the role of linguistic environment in the process of acquiring L1 by Bengali children. The first fase of L1 acquisition has been taken into account in this study. In this stage children are getting familiar with different use of parts of speech specially verbs as well. Scince Bangla languages allows plenty of inflections in its grammar, native speakers of this language need to aquire variety of markers even at the beginning fase. That is why the paper explores the characteristics of the linguistic environment of the Bengali children while they start acquiring different types of linguistic elements of Bangla.

ভাষা অর্জন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানব শিশুর প্রথম ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ভাষার বিভিন্ন উপাদান আয়ত্তীকরণ। সাধারণভাবে, শিশুরা তাদের ১৫ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম ভাষার (first language) ক্রিয়ারূপসহ বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান আয়ত্ত করতে শুরু করে এবং শিশুর ২৬ মাস বয়স পর্যন্ত সময়কে ভাষা অর্জনের সূচনাপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে (Brown, 1973; Clark, 1992)। উল্লিখিত পর্বে বাঙালি শিশুর ভাষা অর্জনে ভাষিক প্রতিবেশ কী ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বাঙালি শিশুদের ভাষা আয়ত্তীকরণের সূচনা-পর্বেই বৈচিত্র্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুরা ভাষার বিভিন্ন আন্তরসূত্র উদ্‌ঘাটনের সময় রূপগুলোকে পৃথকভাবে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হয় ; যা মূলত ভাষা ব্যবহারকারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ তথা ভাষিক প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রত হয়। একইসঙ্গে, শিশুর ভাষা আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে শিশুদের মনো-বৈশিষ্ট্য (psychological factors), তাদের ভাষিক সামর্থ্য (linguistic competence), আয়ত্তীকরণ কল (acquisitional device) প্রভৃতি মনোভাষাবৈজ্ঞানিক (psycholinguistic) অনুষঙ্গও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, বাঙালি শিশুর বাংলা ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত এ সকল মনোভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সক্রিয় থাকে। মাঠ থেকে সংগৃহীত

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাত্তের সাহায্যে বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিপাদ্য বিশ্লেষণের নিরিখে নিম্নোক্ত তাত্ত্বিক পটভূমি নির্বাচন করা হয়েছে।

ভাষা অর্জন : তাত্ত্বিক পটভূমি (Language acquisition : theoretical fremwork)

বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য (research goal) বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে সহজাত তত্ত্ব (innatness theory) ও প্রজ্ঞানমূলক-ব্যবহার ভিত্তিক তত্ত্বের (cognitive usage based theory) একটি সহসম্পর্কিত (correlated) ও সমন্বিত (integrated) রূপ-কে বিবেচনা করা হয়েছে। দুটো তত্ত্বই ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষিক প্রতিবেশকে বিবেচনা করেছে। উল্লিখিত তত্ত্বদ্বয়ের প্রথমটি অনুসারে, শিশুরা জন্মমুহূর্ত থেকেই ভাষা ব্যবহারে পূর্ণ সামর্থ্যের অধিকারী হয় যদিও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সামর্থ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (Hoekstra & Hyams, 1998; Pinker, 1984; Radford, 1998; Wexler, 1998)। অন্যদিকে দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসরণকারীরা বিশ্বাস করেন যে, ভাষা অর্জন একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। শিশুরা কোনো সহজাত ভাষিক সামর্থ্য নিয়ে জন্ম নেয় না বরং সময়ের ধারাবাহিকতায় শিশুদের পূর্ণ ভাষিক সামর্থ্য অর্জিত হয় (Pine, Lieven & Rowland, 1998; Tomasello, 2000)। তত্ত্ব দুটোর মধ্যে বিরোধ থাকলেও একটি ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। দুটি তত্ত্বই মনে করে যে, শিশুর ভাষা আয়ত্তীকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যদিও এই আয়ত্তীকরণ-সংশ্লিষ্ট ভাষিক সামর্থ্য শিশুর জন্মজাত না-কি প্রতিবেশলব্ধ তা নিয়ে বিরোধ বিদ্যমান। বিরোধের বিষয়টিকে আপাতত বিবেচনায় না এনে এই ঐক্যসূত্রটি অনুধাবনে সচেষ্ট হলে দেখা যায় যে, উভয় তত্ত্বই মনে করে, শিশুর বিভিন্ন ভাষিক উপাদান অর্জন ধাপে ধাপে হয়ে থাকে; এবং এই ধাপ তথা স্তরের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। এই ধাপগুলোর একটিতে বা একাধিকে শিশুরা তাদের সহজাত সামর্থ্য থেকে (সহজাত তত্ত্ব) অথবা পরিবেশ থেকে অর্জিত জ্ঞানের (প্রজ্ঞানমূলক) সাহায্যে ক্রিয়া, নামশব্দ ও এদের বিবিধ রূপ আয়ত্ত করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলা ক্রিয়ারূপ সম্প্রসারিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন , আর এ কারণে এই ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপসমূহের আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়া অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। একজন বাংলাভাষীকে তাই কালভেদে, পুরুষভেদে ক্রিয়ার যে রূপ পরিবর্তন ঘটে তা যেমন আয়ত্ত করতে হয় তেমনি যৌগিক, মিশ্র প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়ার প্রায়োগিক বৈচিত্র্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘকালব্যাপী বাঙালি শিশুরা ক্রিয়ার এ সকল বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে থাকে। একইভাবে বাংলা ভাষার বিভিন্ন নামশব্দ ও এদের ব্যবহার সম্পর্কেও সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে শুরু করে।

আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী বি. এফ. স্কিনার তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বে শিশুদের 'ভাষিক আচরণ' (verbal behaviour)-এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি (Skinner, 1957) প্রস্তাব করেন শিশুরা ভাষার টুকরো অংশ আয়ত্ত করে যান্ত্রিক সাপেক্ষীকরণ

(instrumental conditioning)-এর মাধ্যমে। কিন্তু স্কিনারের (Skinner, 1957) এই মতের সঙ্গে চমস্কি (Chomsky, 1959) বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। চমস্কি মনে করেন, ব্যাকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য এতই বিমূর্ত যে, তা সাধারণ সহযোজন (simple association) কিংবা আরোহ নীতি (induction) দিয়ে আয়ত্তীকরণ অসম্ভব। তিনি আরও মনে করেন যে, ব্যাকরণের আরও কিছু বিমূর্ত বিষয়ের জন্য শিশুদের কাছে নির্ভরযোগ্য, দ্ব্যর্থকতাহীন উপাত্ত থাকে না। এর সূত্র ধরে চমস্কি (Chomsky, 1968, 1980, 1986) এরূপ অনুকল্প গ্রহণ করেন যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে এক সহজাত ভাষিক বোধ নিয়ে এবং এই সহজাত ব্যাকরণে থাকে একরাশ ভাষিক বিমূর্ত নীতি যা ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই বিতর্ক গত শতকের ষাট ও সত্তর-এর দশকে ভাষা আয়ত্তীকরণ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। চমস্কির (Chomsky, 1959) তত্ত্বে শিশুদের ভাষা ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভাষা কীরূপ হবে তা নিয়ে পরবর্তী দশকে আবার বিতর্কের সূচনা হয়। এই বির্তর্কের মূল বিষয় ছিল শিশুভাষায় উদ্দীপকের দুর্বলতা যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, ঠিক একইভাবে চমস্কির প্রস্তাবিত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভাষার রৌপ (formal) বর্ণনাতেও তা পাওয়া যায়। এই প্রতিক্রিয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়, শিশুর জন্মের পর থেকে যে ভাষা বিকাশ শুরু হয় তার ছাপ প্রাপ্ত বয়স্কদের পর্যায় পর্যন্ত রয়ে যায় (Gleitman & Wanner, 1982)। তাই শিশুভাষা ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কদের ভাষা আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়। আবার ধারণা করা হয়, শিশুদের প্রাথমিক ভাষাবিকাশে কিছু ভাষিক অনুষঙ্গ বিমূর্ত ও অর্ন্তনিহিত থাকে; যা অনেক সময় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভাষায়ও পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে , শিশুদের মৌলিক ভাষিকবোধের উপস্থাপন ভাষা উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে এক – এবং এটি একই বিশ্বজনীন ব্যাকরণ থেকে উৎসারিত হয়েছে (Pinker, 1984)।

শিশুভাষা অর্জন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, শিশুরা কোনো বিশ্বজনীন ব্যাকরণের নিবিড় শুশ্রূষা ছাড়াই তাদের চারপাশের প্রতিবেশ থেকেই ভাষিক ইনপুট তথা প্রসম্ভার আহরণ করতে পারে। এর পক্ষে যে দুটি দৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা হলো (Tomasello, 2003) :

এক. সাধারণ সহযোজন (simple association) ও অন্ধ অবরোহণ (blind induction) থেকে শিখন কৌশল হিসেবে শিশুদের স্ব-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা অনেক শক্তিশালী একটি কৌশল।

দুই. এই প্রতিবেশে এমন কিছু যৌক্তিক ও ব্যাখ্যামূলক ব্যবস্থা থাকে যা প্রাপ্তবয়স্কদের ভাষাবোধের চেয়েও অনেক বেশি শিশুবান্ধব।

প্রজ্ঞানমূলক তত্ত্বে প্রথমেই বলা হয়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞানমূলক বিজ্ঞানীরা কখনোই ভাষা অর্জনকে বিচ্ছিন্ন সহযোজনা (isolated association) হিসেবে বিবেচনা করেননি। তারা মনে করেন, এটি প্রজ্ঞানমূলক ও সামাজিক-প্রজ্ঞানমূলক

দক্ষতার সঙ্গে একীভূত। প্রজ্ঞানমূলক কাঠামো অনুসারে, শিশুরা সামগ্রিকভাবে অন্যান্য দক্ষতার সঙ্গে ভাষিক দক্ষতা আয়ত্ত করে থাকে; এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। টমাসেল্লো (Tomasello, 2003) ভাষা অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রজ্ঞানিক দক্ষতাগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'two sets of such skils are of particulariy importance for language acquisition'. (p.03)। দুটো দক্ষতার প্রথম সেটটি হলো, অভিব্যক্তি পঠন (intention reading)-এর সঙ্গে যুক্ত এবং দ্বিতীয়টি হলো প্যার্টান শনাক্তকরণ (pattern finding) এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিব্যক্তি পঠনের সূচনা ঘটে ৯-১২ মাসের মধ্যেই (Tomasello, 1992)। প্রথম দক্ষতা সেটের বিষয় সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ:

- শিশুদের পারস্পরিক (শিশু ও অন্যরা) আগ্রহের ভিত্তিতে কোনো বস্তু বা ঘটনায় কারও সঙ্গে মনোযোগ বিনিময় করার দক্ষতা (Bakeman & Adamson, 1984)।
- শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি এবং মনোযোগ কোনো দূরবর্তী বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে অব্যবহিত মিথষ্ক্রিয়ায় অনুসরণ করার দক্ষতা (Corkum & Moore, 1995)।
- শিশুদের সক্রিয়ভাবে অন্যদের অ-ভাষিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার, দিকনির্দেশনা অথবা দেখানোর মাধ্যমে দূরবর্তী বস্তুতে প্রত্যক্ষ মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা (Bates, 1979)।
- শিশুদের সাংস্কৃতিকভাবে অন্যদের অভিব্যক্তি শিখন এমনকি তাদের সংজ্ঞাপন ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তি পঠনের দক্ষতা (Tomasello, Kruger & Ratner, 1993)।

এসব দক্ষতা শিশুদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা শিশুদের যথাযথ ভাষিক চিহ্নের ব্যবহার থেকে শুরু করে জটিল ভাষিক অভিব্যক্তি ও জটিল ভাষা সংগঠন শেখাতে সহায়তা করে।

ওপরে বর্ণিত তত্ত্বসমূহের বিরোধমূলক প্রান্তসমূহ এড়িয়ে এদের সম্মিলন-বৈশিষ্ট্যসমূহকে বর্তমান গবেষণায় শিশুর ভাষারূপ অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষিক প্রতিবেশের প্রভাব শনাক্তকরণের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত, একটি শিশু তার যথাযথ পুষ্টি ও পরিবেশগত প্রণোদনা লাভ করলে যেমন শারীরিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পরিপক্ব হয়ে উঠতে থাকে, তেমনি যথাযথ ভাষিক পরিবেশ পেলে শিশুটির ভাষাগত দক্ষতা অর্জিত হতে থাকে। শিশুভাষা অর্জনের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে অনেক বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষিক প্রতিবেশের গুরুত্ব সব তত্ত্বেই স্বীকার করা হয়েছে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিশুদের ভাষারূপ অর্জনে ভাষিক প্রতিবেশের ভূমিকা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি (research method)

বাংলা ভাষারূপ আয়ত্তীকরণে প্রতিবেশের প্রভাব অন্বেষণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণাত্মক পদ্ধতি নির্বাচন করা

হয়েছে। গবেষণা উপায় (research tool) হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর সাহায্যে বাঙালি শিশুর ভাষারূপ আয়ত্তীকরণে ভাষিক প্রতিবেশের প্রভাব অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণার শিশুদের ভাষারূপ অর্জনে ভাষিক প্রতিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে ১৮-২২ মাস বয়সী চার জন বাঙালি শিশু নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট যত্নকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ভাষারূপ আয়ত্তীকরণে প্রতিবেশের প্রভাব বিষয়ে একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। বাঙালি শিশুর ভাষারূপ অর্জনে প্রতিবেশের প্রভাব নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল বিধায় গুণাত্মক পদ্ধতিকেই এক্ষেত্রে সর্বোত্তম বিবেচনা করা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, গুণাত্মক পদ্ধতি উপাত্ত বর্ণনা, ব্যাখ্যা, যথার্থতা নিরূপণ এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চসমূহের থিম ও ধারণা মূল্যায়ন করে। অন্যভাবে বলা যায়, গুণাত্মক পদ্ধতি প্রাথমিক অনুকল্পের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করে না বরং সংগৃহীত উপাত্ত থেকে তত্ত্ব ও প্রস্তাব প্রদান করে। সাধারণত গুণাত্মক গবেষণা একটি প্রশ্ন (কী, কেন, কীভাবে) দিয়ে শুরু হয়। বর্তমান গবেষণার জন্যও এরূপ একটি গবেষণা প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়েছে।

"বাঙালি শিশুদের ভাষারূপ আয়ত্তীকরণে ভাষিক প্রতিবেশের প্রভাব কীরূপ"

উল্লিখিত গবেষণা প্রশ্নটি সামনে রেখে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্তের সাহায্যে এই গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বয়স বিবেচনা করে প্রতিটি শিশুকে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাদের যত্নপ্রদানকারীদের দুটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। একটি সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণের শুরুতে অপরটি পর্যবেক্ষণের শেষে। গবেষণার নৈতিক বিবেচনায় শিশুদের পুরো নামের পরিবর্তে কেবল আদ্যক্ষর লেখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

ভাষারূপ অর্জন ও ভাষিক প্রতিবেশ (Acquisition of grammatical elements and linguistic environment)

ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে শিশুরা সাধারণত একটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সামাজিক-প্রজ্ঞান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমত, তারা প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে একটি পরিচিত বা সাধারণ তলে (common ground) অংশগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়ত, তারা এই সাধারণ তল থেকে একটি পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রক্রিয়া তৈরি করে নেয়। এভাবে শিশুরা নিজস্ব ভাষিক উপাদান দিয়ে একটি স্ব-নির্মিত কাঠামো বা ফ্রেম তৈরি করে। এরপর এই ফ্রেমের অন্তর্গত প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দিষ্ট ভাষিক উপাদানসমূহকে পাঠ করতে তারা দক্ষ হয়ে ওঠে। এভাবে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর নির্ভর করে একটি পারস্পরিক অভিনিবেশ কাঠামো (attentional frame) তৈরি হয়। ক্রমান্বয়ে এই গঠন কৌশলের ফল হয় সংস্কৃতি-শিখন (culture learning)। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই

শিশুদের সামাজিক-প্রজ্ঞান ও দক্ষতার অংশ হিসেবে কাজ করে (Tomasello, 2003)। এক্ষেত্রে ব্রুনারের (Brunar, 1983)-এর মত স্মরণ করে বলা যায় যে, এই দক্ষতা তথা শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের এই সাধারণ ক্ষেত্রটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শর্তাধীন; আর তা হলো– চাহিদা। আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে একে অভিহিত করা যায় সংজ্ঞাপন-চাহিদা হিসেবে। বর্তমান গবেষণায় লব্ধ উপাত্তেও দেখা যায়, সংজ্ঞাপন-চাহিদার সঙ্গে সামাজিক প্রজ্ঞানও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সব শিশুর অভিভাবকদের নিকট একটি প্রশ্ন ছিল– 'আপনার শিশুর মানুষের সঙ্গে কথা বলার (যোগাযোগের) প্রবণতা কেমন?' (পিতা/মাতার/যত্নপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার: প্রশ্ন সংখ্যা- ০৪)। এক্ষেত্রে যে উত্তরগুলো পাওয়া গেছে তা হলো:

> অংশগ্রহণকারী-০১ 'ও সকলের সঙ্গে মিশে যায় এমনকি অপরিচিত কারও সঙ্গেও কথা বলতে চায়।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; ইরাজার মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০১ 'ভাল। আসলে ওর জড়তা কম। ও খুব ঘুরতে পছন্দ করে। সবার সঙ্গে কথা বলে।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; ইরাজার মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০২ 'ও সবার সঙ্গে মেশে না। তবে সআতু বড়দের চেয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বেশি মেশে মানে থাকতে পছন্দ করে। এমনকি অপরিচিত কোনো বাচ্চার সঙ্গেও।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; সআতুর নানীর)
>
> অংশগ্রহণকারী-০২ 'সআতু আগের তুলনায় মানুষের সঙ্গে মিশে তবে ও নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে অনেক সময় নেয়। কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে খুশি হয় কিন্তু কারও বাসায় গেলে নিজের বাসায় আসতে চায়।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; সআতুর নানীর)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৩ 'ভালই তো দেখি। সবার সঙ্গে মিশে যায়। সবার কোলে যেতে চায়, আর কলিংবেলের শব্দ শুনলে এক দৌড়ে দরজার কাছে চলে যায়।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; আঘোর মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৩ 'ভাল। বাসায় কোনো অপরিচিত লোক এমনকি যে- ই কলিংবেল বাজাবে ও সবার আগে গিয়ে খোলার চেষ্টা করবে আর কথা বলবে।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; আঘোর মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৪ 'ও সবার সাথে কথা বলে। মানে সবার কোলে যায়। এখনও তো কথা বলতে পারে না। তবে সবার কাছে যায়।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; পুচৌর মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৪ 'ভাল। মানে ও সবার সাথে কথা বলে। অনেক সময় অপরিচিতদের ডাকে। যেমন, সিঁড়ি দিয়ে কেউ গেলে বলবে, 'আতে'।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; পুচৌর মায়ের)

পিতা/মাতা/যত্নপ্রদানকারীদের সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যাচ্ছে, ভাষিক সংজ্ঞাপনে সব শিশুর সমান আগ্রহ নেই। এক্ষেত্রে এই উত্তরটির সঙ্গে শিশুর ভাষারূপ উন্নয়নের একটি সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে। আলোচনার পরবর্তী অংশে বিষয়টি বিশদ করা হবে। সকলের সমান চাহিদা তথা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সআতু'র তুলনায় ইরাজা, আঘো ও পুচৌ'র

ভাষিক অগ্রগতি দ্রুত। এখন পর্যবেক্ষণের ফল বিবেচনায় এনে বলা যায়, যে শিশুরা সকলের সঙ্গে মিশতে চায় বা মিশতে পছন্দ করে তারা সকলের সঙ্গে ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনেও আগ্রহ দেখায় কিন্তু যারা অপেক্ষাকৃত অন্তর্মুখী তারা যেমন সকলের সঙ্গে মিশতে চায় না বা মিশতে পছন্দ করে না তেমনি সকলের সঙ্গে ভাষিক যোগাযোগ স্থাপনেও আগ্রহ প্রকাশ করে না; এমনকি তারা তাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে কোনো বস্তু শনাক্তকরণে ইশারা-ইঙ্গিত বা বস্তু দেখিয়ে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হয় (দ্র. সআতু, পরিশিষ্ট)।

ভাষা আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের বলার অভ্যাসটি গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক শ্রবণের জগৎ থেকে। শিশুরা জন্মগতভাবেই আওয়াজ (sound) করতে সক্ষম। কিন্তু শিশুর চারপাশের জগৎ বিশেষত তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তার উচ্চারিত আওয়াজগুলোর অর্থ আবিষ্কার করতে সহায়তা করে এবং একটি বিশেষ ভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু যে তথ্য আদান-প্রদান শুরু করে তা ক্রমশই তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে সংজ্ঞাপনে সক্ষম একজন ব্যক্তিতে পরিণত করে। শিশু যখন কথা বলতে আরম্ভ করে তখন সে তার পরিচিতজনদের কথাকে একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। একেই আচরণবাদী তত্ত্বে উদ্দীপক (stimuli), সহজাত তত্ত্বে Input আর ভাষা-ব্যবহার ভিত্তিক কন্সট্রাকটিভ তত্ত্বে সামাজিক ফ্যাক্টর (social factors) আর মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বে CDS হিসেবে অভিহিত করা হয় (Skinar, 1926; Chomosky, 1957; Piaget, 1956; Brunar, 1973)। শিশুরা এই সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তাদের ভাষায় ধারণ করার চেষ্টা করে। শিশুদের এই প্রচেষ্টাকে প্রথম স্বাগত জানায় তার পরিবার। শিশুর প্রাথমিক বাচনে (এমনকি তা হতে পারে সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ-পরিপন্থি) পরিবার যে উৎসাহ প্রদান করে তাতে করে শিশু আরও বেশি আগ্রহী হয় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আবার কখনও কখনও পরিবারের নেতিবাচক মনোভাব বা ভাষা আয়ত্তীকরণের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই প্রমিত উচ্চারণের প্রতি অতি-আগ্রহ শিশুর ভাষা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। প্রসঙ্গত, শিশুদের পিতা/মাতা বা যত্নপ্রদানকারীদের নিকট একটি প্রশ্ন ছিল– ওর মনের ভাব আপনি কি একবারেই বুঝতে পারেন, না-কি বারবার তা নিজের ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করতে হয় (পিতা/মাতার/ যত্নপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার: প্রশ্ন সংখ্যা- ০২)? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে উত্তরগুলো পাওয়া যায়, তা হলো–

> অংশগ্রহণকারী-০১ 'না। মানে বেশির ভাগ সময় একবারেই বুঝতে পারি।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; ইরাজার মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০১ 'হ্যাঁ একবারেই বুঝতে পারি। যদিও ও অনেক কথাই বোঝার পরও দুই/ তিনবার করে বলে।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; ইরাজার মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০২ 'না। বুঝতে পারিই। তবে ও অনেক কথা বলতে চায় না।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; সআতুর নানীর)

> অংশগ্রহণকারী-০২ 'হ্যাঁ বুঝতে পারি। তবে অনেক সময় বারবার জিজ্ঞাসাও করতে হয়। যদিও ও অনেক কিছুই দেখিয়ে বলে। যেমন খিদে পেলে খাবারের কাছে যাবে। ঘুম পেলে বিছানা দেখাবে। এমন কিছু।।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; সআতুর নানীর)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৩ 'একবারেইতো বুঝতে পারি। তবে ও যখন যা বলতে চায় তা দুই তিনবারও বলতে চায়।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; আঘোর মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৩ 'হ্যাঁ একবারেই বুঝতে পারি ।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; আঘোর মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৪ 'না। মানে বেশির ভাগ সময় একবারেই বুঝতে পারি। তবে অনেক সময় বুঝতে পারি না। তখন ও যা চায় তা না দেওয়া পর্যন্ত কান্নাকাটি করে।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; পুচৌর মায়ের)
>
> অংশগ্রহণকারী-০৪ হ্যাঁ বেশিরভাগ সময় একবারেই বুঝতে পারি। কিন্তু কখনো কখনো বারবার বলে। আবার মাঝে মাঝে আমরা বুঝতে পেরেও বারবার শুনতে চাই। ও তখন রাগ হয়ে যায়।।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; পুচৌর মায়ের)

এই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সআতুর ভাষিক অবস্থা তার যত্নপ্রদানকারীর নিকট সন্তোষজনক নয়। এমনকি পর্যবেক্ষণের সময় দেখা গেছে তিনি সবসময় সআতুর সঙ্গে আরেকটি শিশুর তুলনা প্রদান করছেন; একইসঙ্গে অনেক কিছু বলার জন্য শিশুটিকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, এই শিশুটির যত্নপ্রদানকারীরা সর্বদা একটি শব্দের বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে তার ইংরেজি রূপটিও বলে দেন, যাতে করে শিশুটি ওই বয়স থেকেই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বিষয়টির অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে যত্নপ্রদানকারীরা সম্পূর্ণ উদাসীন। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে সআতুর সঙ্গে যে শিশুটির তুলনা করা হয় তার ইংরেজি ভাষার পারদর্শিতার প্রসঙ্গ তথা সব বস্তুর নাম সে ইংরেজিতে শনাক্ত করতে পারে – এরকম বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সআতুকে খাওয়ানোর সময় বলা হয়, 'বাবা ইট (eat) করবে'।' চলো আমরা বার্ড (bird) দেখি'। 'আমরা এখন ফ্রুট (fruit) খাব'। এভাবে প্রতিনিয়ত সআতুকে ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত করার বা ইংরেজিতে পারদর্শী করার অস্বাভাবিক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্য শিশুদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি। ফলে এই পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে বলা যায় যে, সআতুর ভাষিক পরিবেশ অন্য শিশুদের থেকে আলাদা। তাই এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, এটা তার ভাষিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছিল। সেই প্রশ্নমালার ওপর ভিত্তি করে এই অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাথমিক প্রশ্নগুলো দিয়ে শিশুর ভাষিক পরিস্থিতি ও ভাষিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা নিয়ে করে চার জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লিখিত এই প্রশ্নমালার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল– 'আপনার শিশু দিনের অধিকাংশ সময় কার সঙ্গে কাটায়'? এখানে, নির্বাচিত তিন জন শিশুর (ইরাজা, আঘো, পুচৌ) অভিভাবকদের উত্তর

ছিল: 'বেশিরভাগ সময় সে মায়ের সঙ্গে কাটায়' আর একজন নির্বাচিত শিশুর (সআতু) অভিভাবকের উত্তর ছিল: 'ওর বাবা-মা চাকুরিজীবী। তবে বাসায় ওর নানু আছে আর ওকে দেখাশোনার জন্য একজন আয়াও আছে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিশুদের সার্বিক ভাষা বিকাশে এই যৌথ সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (Tomasello & Todda; 1983)। এর সমর্থনে ভাষা অর্জন বিষয়ক অপর এক গবেষণার কথা স্মরণ করা যেতে পারে; যেখানে ৬ জন মা-কে একবার করে মোট ৬ বার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল (Tomasello & Farrar, 1986; Bakeman & Adamson, 1984)। এই গবেষণায়ও দেখা যায় যে, শিশুদের শব্দভাণ্ডার ও ভাষিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের সঙ্গ বা এই যৌথ ভাববিনিময়ের একটি ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় আরও একটি গবেষণায় টমাসেল্লো, মেইনলে ও ক্রুগার (Tomasello, Mainle and kruger, 1986) দেখতে পান যে, দ্বৈত সম্পর্ক (সন্তান ও মাতা-পিতা) শিশুদের শব্দভাণ্ডার তথা ভাষাবিকাশের ক্ষেত্রে অবদান তো রাখেই আর যে শিশুরা যতবেশি সময় সহসম্পর্কের (correlation) মধ্যে থাকে তারা তত বেশি তথা তত দ্রুত ভাষা আয়ত্ত করে থাকে। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। যেমন- সআতুর ভাষিক অগ্রগতি ও শব্দভাণ্ডার এর উদাহরণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে। যেখানে ইরাজা অথবা আঘো ২২ মাস বয়সে প্রায়শই তিন শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করছে সেখানে সআতুর ভাষিক অগ্রগতি ওদের মতো দ্রুত নয়। সআতুর অনেক বস্তুর নাম শনাক্ত করতেই সমস্যা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সআতু'র মা-বাবা চাকুরিজীবী। প্রতিদিন সআতুকে তারা পর্যাপ্ত সময় দিতেও পারেন না। ফলে যত্নকারীর উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইংরেজি শব্দ শেখানোর প্রবণতা (পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) এবং তার সঙ্গে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন দীর্ঘ সময় ধরে বাবা-মার অনুপস্থিতি সআতুর ভাষিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এভাবে দেখা যায় যে, এই যৌথ-মনোযোগের উপস্থিতি শিশুদের ভাষিক অগ্রগতিতে অবদান রাখে। বাবা-মা কর্মজীবী হওয়ায় সআতুর বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয় তার নানীর সঙ্গে। অনেক সময় সআতুকে তার নানি কথা বলার জন্য নির্দেশ করেন। এতে সআতু বেশ বিরক্ত বোধ করে। যেমন, সআতুর নানি প্রায়ই তাকে তার মাকে 'মা' বলে সম্বোধন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সআতু তার মাকে এখন পর্যন্ত (এই পর্যবেক্ষণ চলাকালীন) সরাসরি 'মা' বলে সম্বোধন করেনি। যদিও সে তার বাবাকে নিয়মিত সম্বোধন করে। এমনকি কোথাও ঘুরতে যাওয়া প্রসঙ্গে সআতু 'মা মা' বলে থাকে। এক কথায় সআতু তার কাম্য ভাষিক প্রতিবেশ থেকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন থাকছে।

শিশুর ভাষিক প্রতিবেশ তার বাচনে কী প্রভাব বিস্তার করে, তা অনুধাবনের জন্য শিশু কোন ধরনের শব্দ দিনে বেশি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পিতা-মাতা বা যত্নপ্রদানকারীদের কাছে আরেকটি প্রশ্ন ছিল– 'তাদের সন্তানেরা দিনে কোন শব্দগুলো বেশি ব্যবহার করে থাকে?' এক্ষেত্রে যে উত্তরগুলো পাওয়া গেছে, তা হলো

অংশগ্রহণকারী-০১ 'মু মু, তুতি, আন্নি, বা বা।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; ইরাজার মায়ের)

অংশগ্রহণকারী-০১ 'আম্মু, আতো, মাম, নাতো আর আমি আমি অনেকবার বলে। আরও অনেক কিছু বলে।।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; ইরাজার মায়ের)

অংশগ্রহণকারী-০২ না, না, মা মা, গাপুন এই রকম কিছু শব্দ ব্যবহার করে।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; সআতুর নানীর)

অংশগ্রহণকারী-০২ 'না না, মা মা, বা বা, গাম্প এইগুলো। তবে ও একটা শব্দ দিয়ে অনেক কিছু বোঝায়।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; সআতুর নানীর)

অংশগ্রহণকারী-০৩ 'মা, বাবা, দেলনা, দে দে এগুলো।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; আঘোর মায়ের)

অংশগ্রহণকারী-০৩ 'মা, ইয়ামা, বাবা, দেলনা এগুলো। ।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; আঘোর মায়ের)

অংশগ্রহণকারী-০৪ 'ও, ওর দিদিকে ডাকে, আমাকে ডাকে। এইসব আর কি।' (প্রথম সাক্ষাৎকার; পুচৌর মায়ের)

অংশগ্রহণকারী-০৪ 'ও এটা তো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবো না। ওর যখন যা বলতে ইচ্ছে করে তাই বলে।' (দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার; পুচৌর মায়ের)

সাধারণত শিশুরা দিনের বেশিরভাগ সময় যাদের সঙ্গে অতিবাহিত করে, যাদের সঙ্গে ভাষিক সংযোগ বেশি হয় তাদের সঙ্গে সংজ্ঞাপনকালে ব্যবহৃত শব্দগুলোই তারা বেশি ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে শিশুরা যে শব্দগুলো প্রতিদিন বেশি ব্যবহার করে থাকে তাতে নামবাচক শব্দই বেশি। কারণ নামবাচক শব্দগুলো আয়ত্তীকরণ শিশুদের জন্য সহজ হয় (Radford, 1997)। কেননা পরিস্থিতি অনুসারে নামবাচক শব্দের পরিবর্তন কম। আবার প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, শিশুভাষা অর্জনের বিভিন্ন স্তর আলোচনা করার সময় (বিস্তারিত: দ্বিতীয় অধ্যায়) দেখা গেছে শিশুরা ধ্বনিতাত্ত্বিক উন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে [বা বা বা], [মা ,মা, মা], [তা, তা, তা] ইত্যাদি ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ করে থাকে। আর বাঙালি ভাষিক প্রতিবেশে এই প্রতিটি ধ্বনিগুচ্ছেরই নির্দিষ্ট অর্থদ্যোতনা রয়েছে। তাই শিশুরা যখন এইসব ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করে, তখন স্বভাবতই পরিবারের মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, যা শিশুদের প্রাথমিক বাচনে অনেক সময় উৎসাহ প্রদানের কাজ করে; যদিও শিশুরা এর অর্থ বোঝে– এমন কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। কিন্তু শিশু কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করার পর তার প্রতি-উত্তর (reply) প্রদান করা হলে তা অবশ্যই তাকে আরও বেশি করে ভাষা ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলে। এমনকি বর্তমান গবেষণায় সম্পাদিত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অনেক শিশু এভাবে ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করেই সংলাপের মতো কথপোকথনে অংশগ্রহণ করে। (দ্রষ্টব্য, ইরাজা, আঘো)। তবে শিশুদের এই বেশি ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে সআতু ব্যতীত আর কারও বাচনেই ক্রিয়ারূপ ব্যবহারের কথা জানা যায়নি। যদিও পরবর্তীকালে সআতুর ধারাবাহিক ভাষা উন্নয়ন ছিল ধীর (এর কারণ উন্নয়ন অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। বস্তুত, যেকোনো প্রেক্ষাপটে শিশুদের জন্য ক্রিয়ারূপ শেখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে বিবেচনা করা হয়। প্রসঙ্গত

স্মরণ করা যেতে পারে এ-সংশ্লিষ্ট এক গবেষণায়, আখতার ও টমাসেল্লো (Akhtar & Tomasello, 1997) দেখান যে, শিশুরা ১৮-২৪ মাসে সাধারণত বস্তু দেখে তথা তাদের যত্নপ্রদানকারীরা বস্তু দেখিয়ে নাম শেখান এবং শিশুরা নিজেরা সেসব আয়ত্ত করে থাকে। কিন্তু ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে বিষয়টি অভিন্ন নয়। যে কাজ তথা অ্যাকশনকে যে ক্রিয়ারূপ দ্বারা শনাক্ত করা হয় সেটি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনযোগ্য। ফলে, শিশুদের জন্য অ্যাকশন দেখে ক্রিয়ারূপ আয়ত্ত করার কাজটি অপেক্ষাকৃত জটিল। আর এ কারণেই বর্তমান গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অনুকূল ভাষিক প্রতিবেশ শিশুদেরকে ক্রিয়ারূপ আয়ত্তীকরণের চ্যালেঞ্জকে যথাযথভাবে মোকাবেলার সামর্থ্য ও সহায়তা প্রদান করে।

ওপরের দৃষ্টান্তগুলোতে বাঙালি শিশুদের ক্রিয়ারূপ আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ধ্বনিগত আয়ত্তীকরণের ঘাটতি থাকার কারণে শিশুরা ক্রিয়ারূপগুলো ভিন্নভাবে উচ্চারণ করছে; যেমন, পুয়ে (পড়ে), ত্যায়ে (খেলে), দোড়ে (দৌড়ে) ইত্যাদি। যা প্রমিতরূপের সাথে পার্থক্য তৈরি করছে। কিন্তু প্রতিটি শিশুর ক্রিয়ারূপ ব্যবহারে সম্প্রসারণের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলা ভাষায় মূলত ক্রিয়ারূপগুলো দুটি অংশে বিভক্ত থাকে : যথাক্রমে ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়া সহায়ক। এখানে লক্ষণীয় যে প্রতিটি শিশু ক্রিয়ারূপের সঙ্গে ক্রিয়া সহায়ক ব্যবহার করছে। যদিও এতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভাষার প্রভাব রয়েছে। কারণ বাংলাভাষীরা সজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার মূল ব্যবহার করে না, সম্প্রসারিত রূপ ব্যবহার করে থাকে। তবে শিশুভাষায় প্রাপ্ত এই ক্রিয়ারূপের সম্প্রসারিত রূপগুলো পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্কদের অনুকরণ নয়। এখানে শিশুদের সৃজনশীলতাও রয়েছে। যেমন শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত চিহ্নায়ক (inflection marker) হিসেবে '-এ' ব্যবহার করছে। যা সাধারণভাবে বাংলা ভাষায় সাধারণ বর্তমান কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাপ্ত শিশু-বাচনে এই রূপটি শিশুরা সব কাল ও পুরুষে ব্যবহার করছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, শিশুরা বাংলা ক্রিয়ারূপ আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রিয়ামূল (root)-এর সঙ্গে সম্প্রসারিত প্রত্যয় যুক্ত করে ব্যবহার করে। যা বাংলা ভাষার অন্যতম ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য। সব কাল ও বচনের ক্ষেত্রে একই রূপ বারবার প্রোটোটাইপের মতো ব্যবহার করলেও সম্প্রসারণের মূল বিষয়টি শিশুরা ব্যবহার করছে। এ থেকে বলা যায়, শারীরিক বিকাশের অংশ হিসেবে শিশুদের বাক্-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশ না হলেও ব্যাকরণিক অবহিতকরণ প্রক্রিয়া শিশুদের আরম্ভ হয়েছে। আবার শিশুদের প্রত্যয়ের এই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারে বাংলা ব্যাকরণের আয়ত্তীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি শিশুই পূর্ণ ভাষিক উৎপাদনশীলতা দেখাতে না পারলেও তারা ক্রিয়ার সম্প্রসারিত রূপ ব্যবহার করছে। তবে শিশুরা ভাষার ক্রিয়ারূপের সবগুলো সম্প্রসারিত রূপ ধীরে ধীরে আয়ত্তীকরণ করে থাকে।

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে বিষয়সমূহ লক্ষ করা গেছে তা হলো: শিশুদের ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে তার ভাষিক প্রতিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এর সঙ্গে শিশু সার্বিক ভাষা বিকাশ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। সেইসঙ্গে বাঙালি শিশুদের ভাষার বিভিন্ন উপাদান আয়ত্তীকরণের বিষয়টি অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারা ভাষারূপের আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করে থাকে; সেইসঙ্গে পরিবেশ থেকে বিভিন্ন নামশব্দ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে থাকে। তারা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেকোনো একটি সম্প্রসারিত রূপই বারংবার ব্যবহার করে থাকে। পুরুষ অনুযায়ী তার কোনো সুনির্দিষ্টতা না থাকলেও কালের ক্ষেত্রে তারা বেশিরভাগ সময় বর্তমান কাল তথা সাধারণ বর্তমান কাল ব্যবহার করে থাকে। আর শিশুর প্রাথমিক ক্রিয়ারূপ নির্বাচনে শিশুর চাহিদার অগ্রাধিকারের পাশাপাশি ভাষিক প্রতিবেশেরও একটি গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে এক একটি শিশু এক একটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তার ভাষায় সে বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদানের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলা ভাষায় যে প্রো-ড্রপ প্রবণতা আছে তা শিশু ভাষায়ও লক্ষ করা গেছে। প্রাপ্ত বয়স্কদের অনুসরণে তাদের কর্তা উহ্য রেখে বাক্য গঠন করতে দেখা গেছে। বাংলা ভাষার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বাঙালি শিশুরা ভাষা আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহার করতে সক্ষমতা দেখিয়েছে। আবার বর্তমান গবেষণায় শিশুদের ভাষিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভাষিক প্রতিবেশের গুরুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখা গেছে যে, শিশুদের ভাষিক প্রতিবেশ সহায়ক হলে তাদের ভাষা বিকাশের বিষয়টিও আশানুরূপভাবে ঘটে থাকে, আর একইভাবে সহায়ক না হলে ভাষা উন্নয়ন ধীর হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

উদয় কুমার চক্রবর্তী। (২০০৪)। *বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিকেসন্স।

Brown, R. (1973). *A First Language. The Early Stages* . London: George Allen & Unwin.

Clark, R. (1982). Theory and method in child-language research: Are we assuming too much? In S. A. Kuczaj (Ed.), *Language development* (Vol. 1). Hillsdale, NJ: Lawre nce Erlbaum Associates.

Clark, H. H. (1992). Arenas of Language Use. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Hoekstra, T., & Hyams, N. (1998). Aspects of Root Infinitives. *Lingua, 106*, 81-112.

Wexler, K. (1998). Very early parameter setting and the unique checking constraint: A new explanation of the optional infinitive stage. *Lingua, 106*, 23-79.

Wexler, K. (1999). Maturation and Growth of Grammar. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), *Handbook of Child Language Acquisition* (pp. 55-110). London: Academic Press.

Pine, J. M., & Lieven, E. V. M ., Rowland, C. F (1998).Comparing different models of development of English verb category. *Linguistics 36*(04), 807-830.

Pine, J. M., & Lieven, E. V. M ., (1997). Slot and frame patterns and the development of determinar category. *Applied Linguistics (18)*, 123-138

Pinker, S. (2000). *Learnability and cognition: The acquisition of argument structure*. Cambridge, MA: Bradford Books.

Pinker, S. (1984). *Language learnability and language development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures* .The Hague: Mouton

Chomsky, N. (1959). A review of verbal behavior, by B. F. Skinner. *Language, 35*, 26-58.

Chomsky, N. (1968).*Language and Mind*.New York:MIT

Chomsky, N. (1975). *Reflections on language.* New York: Pantheon Books.

Chomsky, N. (1980).Rules and Representations. New York: Columbia University press.

Chomsky, N. (1986).Knowledge og Language. New York: Praeger Special Studies.

Chomsky, N. (1995). *El programa minimalista* (J. Romero Morales, Trans.) (1999 ed.). Madrid: Alianza.

Skinner, B.F.(1957). *Verbal Behavior*. New York:Applento-Century-Crofts.

Tomasello, M. (1992). *First Verbs.* Cambridge: Cambrige University Press.

Tomasello, M. (1998). The Return of Constructions. *Journal of Child Language, 25*(2), 431-442.

Tomasello, M. (Ed.). (1999). *The New Psychology of Language. Cognitive and Functional Approaches to Language Structure* (Vol. 1). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Piaget, J. (1951). *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. London: Routledge.

Pinker, S. (2000). *Learnability and cognition: The acquisition of argument structure*. Cambridge, MA: Bradford Books.

Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*, Cambridge, Mass.: Belkapp Press.

Radford, A. (1996). *Transformational Grammar. A First Course*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilson, S., (2003). Lexically specific construction in the acquisition of inflection in English. *Journels of Child language 30*, 71-115